প্রথম আলো

তারিখ ... 16 APR 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮ ...

# নববর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী লাঞ্ছিত

## প্রতিবাদকারী আহত

নিজস্ব ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

বাংলা নববর্ষের দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন কয়েকজন নারী। মঙ্গলবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের গেটে এ ঘটনা ঘটে। নিপীড়নকারীদের ঠেকাতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়ন শাখার সভাপতি লিটন নন্দীর হাত ভেঙেছে। অভিযোগ উঠেছে, পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরকে এই ঘটনা জানানো হলেও তাঁরা যথাসময়ে ব্যবস্থা নেননি।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

# ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী লাঞ্ছিত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল বুধবার ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ করেছে ছাত্র ইউনিয়ন ও প্রগতিশীল ছাত্রজোট। তাঁরা অভিযোগ করেছে, পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দায়িত্বহীনতার কারণেই যেকোনো উৎসবের দিনে এই ধরনের ঘটনা ঘটে। তারা ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা দেখে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্র ইউনিয়ন নেতা লিটন নন্দী *প্রথম আলোকে* বলেন, বাংলা নতুন বছর উপলক্ষে মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মানুষের প্রচণ্ড ভিড় ছিল। বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে শাহবাগ থেকে টিএসসি আসার পথে তারা কয়েকজন দেখেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের গেটে ৩০-৩৫ জনের একদল যুবক বেশ কয়েকজন নারীর 'শ্লীলতাহানি' করছে। তারা কারও কারও শাড়ি ধরে টান দিচ্ছিল। কয়েকজনকে তারা প্রায় বিবস্ত্রও করে ফেলে। এ সময় তিনি সেখানে বাঁধা দিতে গেলে ওই যুবকদের ধাক্কায় পড়ে যান এবং হাতে ব্যথা পান।

ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিটন নন্দী বলেন, 'এ দৃশ্য বর্ণনা করা যায় না। আমি আমার পাঞ্জাবি খুলে এক নারীকে দিয়েছিলাম। আরেকটি মেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। ওই যুবকেরা ভিড়ের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ ধরে এই ঘটনা ঘটাচ্ছে। আমরা পুলিশ সদস্য ও প্রক্টরকে ঘটনা জানালেও তাঁরা কেউ যথাসময়ে আসেননি। ছাত্র ইউনিয়নের ছেলেরা পরে প্রক্টরের কার্যালয়ে গিয়ে দেখেন তিনি কম্পিউটারে গেমস খেলছেন।' জড়িতদের কাউকে চিনতে পেরেছেন কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'বেশির ভাগই বহিরাগত ছিল, তবে ক্যাম্পাসের দু-একজন থাকতেও পারে। তবে কেউ চেনামুখ নয়।'

ছাত্র ইউনিয়নের সহসাধারণ সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন বলেন, 'সোহরাওয়ার্দীর গেটে যখন এই ঘটনা ঘটছিল, তখন সেখানে মাত্র দুজন পুলিশ সদস্য ছিল। টিএসসির ডাচবাংলা বুথের দিকে বেশ কয়েকজন পুলিশ সদস্য ছিল। আমরা তাঁদের এগিয়ে আসতে বললেও তাঁরা তখন রাজি হননি। ঘটনাস্থল থেকে আমরা দুজনকে ধরিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু পুলিশ পরে তাঁদের ছেড়ে দিয়েছে বলে জানতে পারি।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র সানিউল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, ২০১১ সালে একই ধরনের ঘটনা তাঁর চোখের সামনে ঘটেছিল। তিনি তখন নিজের শার্ট খুলে এক নারীকে দিয়েছিলেন। সানিউল অভিযোগ করেন, প্রতি উৎসবের দিনেই ক্যাম্পাসে ভিড়ের সুযোগে একদল ছেলে এসব ঘটনা ঘটায়। এর মধ্যে যেমন বহিরাগতরা থাকেন, তেমনি অনেক সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কিংবা তাঁদের বন্ধুরাও থাকেন। নিপীড়নের শিকার হলেও লজ্জায় অনেকেই এসব ঘটনা বলতে চান না।

ফেব্রুয়ারি মাসে ব্লগার অভিজিৎ যেখানে খুন হন তার পাশেই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের গেটেই এই ঘটনা ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক ছাত্র অভিযোগ করেন, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের গেট এবং এর ভেতরে প্রায়ই এ ধরনের ঘটনা ঘটে। এসব ব্যাপারে প্রশাসনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদেরও এসব প্রতিরোধে এগিয়ে আসা উচিত।

ছাত্র ইউনিয়নের নেতারা বলেন, ঘটনাস্থলে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা ছিল বলে পুলিশ দাবি করেছে। কাজেই সেগুলো দেখে যেন দ্রুত দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

ঘটনার বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর আমজাদ আলী বলেন, 'ছাত্র ইউনিয়নের নেতারা আমাকে খবর দেওয়ার পর পরই আমি পুলিশকে সোহরাওয়ার্দীর গেট বন্ধ করা ও এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে বলেছি। পরে পুলিশ সেখানে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে বলে আমি জেনেছি। আমরা পুলিশকে বলেছি সিসি টিভির ফুটেজ দেখে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে।'

বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে ঢাকা মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (গণমাধ্যম ও জনসংযোগ) জাহাঙ্গীর আলম সরকার *প্রথম আলোকে* বলেন, ঘটনাস্থলে সিসি টিভি ছিল। সেটা দেখে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ক্যাম্পাসে মিছিল, সংবাদ সম্মেলন: নারী নিপীড়নের এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে এবং জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে গতকাল ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ করেছে ছাত্র ইউনিয়ন ও প্রগতিশীল ছাত্র জোট। পরে দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনে সংবাদ সম্মেলন করে ছাত্র ইউনিয়ন। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক জি এম জিলানী সংবাদ সম্মেলনে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি ও মিলন চত্বরে পুলিশের অবস্থানের কাছাকাছি জায়গায় এই ঘটনা ঘটে, যেখানে পুলিশ কন্ট্রোল রুম ও সিসি ক্যামেরা ছিল। তার পরেও পুলিশ যথাযথ পদক্ষেপ নেয়নি।

প্রতিবাদ ও নিন্দা: আইন ও সালিস কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক সুলতানা কামাল এক বিবৃতিতে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে জড়িত ব্যক্তিদের বিচার দাবি করেছেন। গতকাল পাঠানো এই বিবৃতিতে বলা হয়, ঐতিহ্যবাহী একটি উৎসবে যোগ দিতে আসা নারীদের সঙ্গে এমন আচরণ চরম নিন্দনীয়। যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ছাড়া ঘটনার সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা সাংবিধানিক সুরক্ষার পরিপন্থী।

এ ছাড়া এই ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ও সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি।